পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

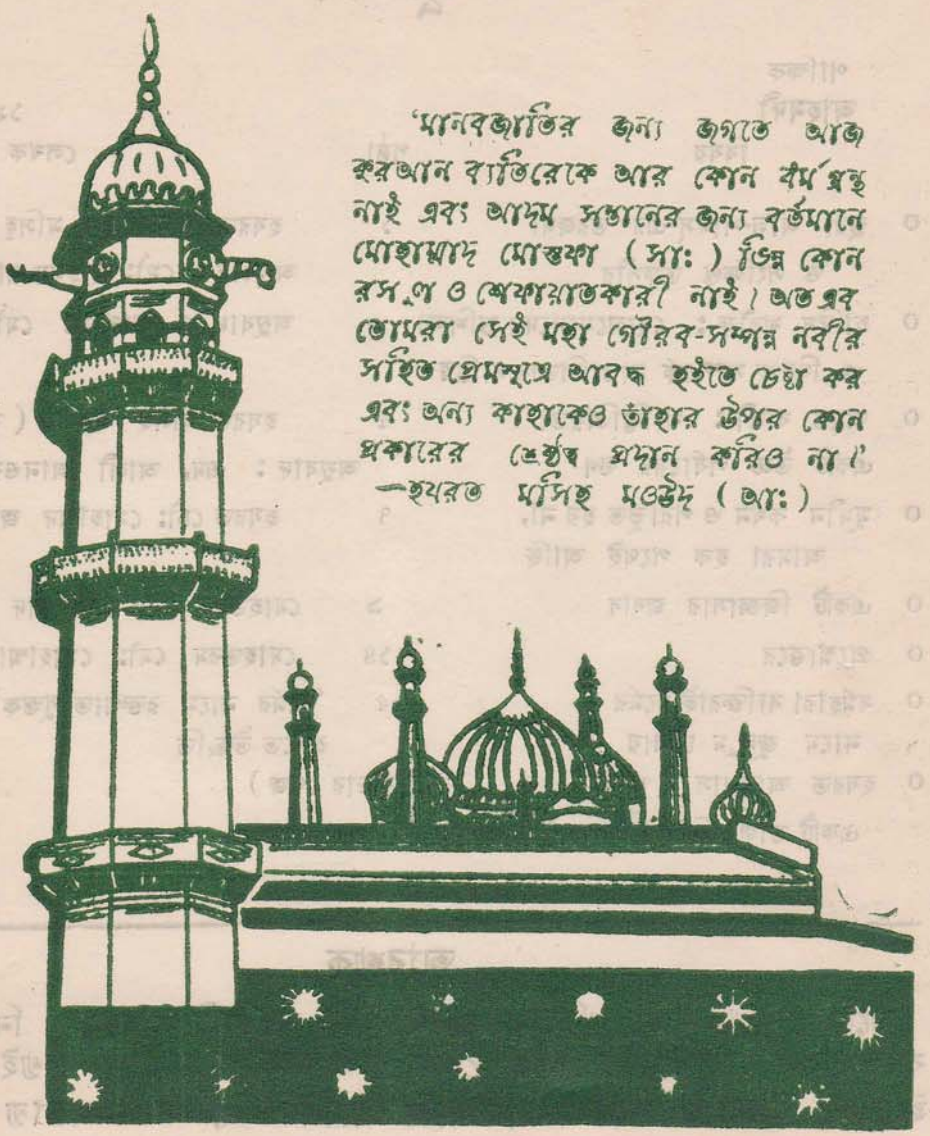

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৮১ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৪ ইং : ১৪ই শাওয়াল, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
১২ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা আল-শামস্-এর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ হাদিস শরীফ : ছেলেমেদেদের সুশিক্ষা ও বিবাহ সম্পর্কে মাতাপিতার দায়িত্ব	৩	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মৌঃ মোহাম্মদ
০ অমৃত বানী : শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের গুণ	৫	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এম, আলী আনওয়ার
০ মুমীন কখন ও পরাভূত হয় না, আমরা হক পথেই আছি	৭	হযরত চৌঃ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান
০ একটি জিজ্ঞাসার জবাব	৯	মোহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ
০ প্রশ্নোত্তরে	১৪	মোহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ
০ ধর্মহারা ব্যক্তিরাই ধর্মের নামে জুলুম চালায়	১৫	'ধর্মের নামে রক্তপাত পুস্তক' হইতে উদ্ধৃতি
০ হযরত আকদাস (আইঃ)-এর একটি তাজা নির্দ্দেশ		(কভার পেজ)

আবশ্যক

অটো স্পেয়ার পার্টস অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দুইজন কর্মচারি আবশ্যক। নিম্ন ঠিকানায় ব্যক্তিগত বা ডাক মারফত সত্বর যোগাযোগ করুন। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা ও ইংরেজী লিখা ও পড়ার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বেতন ও অন্যান্য শর্তাবলী আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা যাইবে।

নুরুদ্দীন আহমদ, প্রোপ্রাইটার, অটো ট্রেডার্স
৩০২/৭, শেখ মুজিব সড়ক, চট্টগ্রাম।
টেলিফোন : ৮৩৯৩২

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১২ম সংখ্যা :

১৫ই কাত্তিক, ১৩৮১বাং : ৩১শে অক্টোম্বর, ১৯৭৪ইং : ৩১ই এখা. ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা আল শামস্

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) প্রণীত তফসীরে সগীর এবং তফসীরে কবীর হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ ।

তরজমা ঃ

১। আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি পরম দাতা এবং বারবার দয়াকারী।

২। আমি সূর্যকে সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি এবং উহার আলোকেও যখন উহা উদিত হইয়া উপরে উঠে।

৩। চন্দ্রকে সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি, যখন উহা সূর্যের পশ্চাদানুসরণ করে।

৪। দিবসকে সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি, যখন উহা সূর্যকে প্রকাশ করে।

৫। রাত্রিকেও সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি, যখন উহা সূর্যকে আচ্ছাদিত বা দৃষ্টির অগোচর করিয়া দেয়।

৬। আকাশকে এবং উহাকে যে সুগঠিত করা হইয়াছে ;

৭। পৃথিবী এবং উহাকে যে সুবিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহা সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি।

৮। মানব আত্মাকে এবং উহাকে যে নির্দোষ রূপে গঠন করা হইয়াছে, তাহা এই সাক্ষ্য পেশ করিতেছে—

৯। আল্লহ উহার (মানবাত্মা) উপর উহার পাপ এবং পূণ্যের পথ সমূহ সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

১০। সুতরাং যে ব্যক্তি উহাকে (—স্বীয় আত্মাকে) পবিত্র ও পরিশ্রুত করিবে, সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে,

১১। এবং যে ব্যক্তি উহাকে (মাটিতে) গাড়িয়া দিবে, সে নিশ্চয় বিফল মনরথ হইবে।

১২। সামূদ জাতি তাহাদের সীমাতিরিক্ত ঔদ্ধত্তের জন্য (যুগ-নবীকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

১৩। সেই সময়ে, যখন তাহাদের মধ্যকার সব চাইতে হতভাগ্য ব্যক্তি (সেই যুগ-নবীর) বিরোধিতায় তৎপর হইয়া উঠিল।

১৪। তখন তাহাদিগকে আল্লাহ্র রসুল (সালেহ্) বলিলেন যে, আল্লাহ্র (উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত) উষ্ট্রীটির ব্যাপারে সাবধান হও, এবং উহার পানি পান করানোর ব্যাপারেও সকল প্রকার ঔদ্ধত্ত হইতে বিরত থাক।

১৫। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল এবং উহার (—উষ্ট্রীর) পা গুলি কাটিয়া ফেলিল। সুতরাং তাহাদের রব্ব্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদের উপর ধ্বংস অবতীর্ণ করিলেন,

এবং তাহাদিগকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিলেন।

১৬। এবং (তেমনিভাবে) ইহাদের (—মক্কা-বাসী কাফেরদের) পরিণামেরও তিনি কোনই পরোয়া করিবেন না।

সংক্ষিপ্ত তফসির ঃ

আয়াত নং ২-৩ ঃ "ওশশামসে ও যোহাহা"

অর্থাৎ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য রূপে পেশ করা হইয়াছে, কেননা তিনি তাঁহার উদয় বা আবির্ভাবের পর সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া অতি সুউচ্চ অবস্থায় পৌঁছিয়া যাইবেন এবং একটি চিরস্থায়ী কেতাব দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিয়া তিনি নিজেকে সূর্য রূপে প্রমাণ করিবেন।

(তফসীরে-সগীর)।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে সফলকাম ও জয়যুক্ত হইবেন ইহার প্রমান স্বরূপ তাঁহার সত্ত্বাকে পেশ করা হইতেছে। তিনি সূর্য স্বরূপ, যাহার নিজস্ব সাক্ষাৎ জোঃতি রহিয়াছে, যেমন যেমন উহা উর্ধে উঠিতে থাকিবে, তেমনি তাহার সাক্ষাৎ আলো জগতে ছড়াইতে থাকিবে।

তেমনি ভাবে তিনি জোহা অর্থাৎ সাক্ষাৎ জোঃতির অধিকারী সত্ত্বা। জগত যদি তাঁহার সম্মুখে আসে, তাহা হইলে সে আলোকিত হইবে এবং যদি সম্মুখে না আসে তাহা হইলে তাঁহার 'জোঃতির' উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। (তফসীরে কবীর)

"ওয়াল কামারে এযা তালাহা ঃ

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আমি সেই মুজাদ্দেদগণকে এবং প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণকে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিতেছি, যাঁহারা তাঁহার পরে আগমন করিবেন। কেননা তাঁহারা যাহা কিছুই লাভ করিবেন, তাহা একমাত্র হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পশ্চাদনুসরণ অর্থাৎ তাঁহার পয়রবী করার ফলেই লাভ করিবেন। (তফসীরে সগীর)

এই সূর্যের জন্য রিফ্লেক্টারও সৃষ্টি করা হইয়াছে। যদি মানুষ তাহা হইতে বিমুখ হয় তাহা হইলে চন্দ্র তাঁহার আলো তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিবে, এবং এই ভাবে তিনি পুনরায় তাহাদের সম্মুখে আসিয়া যাইবেন। ইহাতে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, সূর্য বিদ্যমান থাকিলেই চন্দ্র উপকার করে। অপরাপর ধর্মের যেহেতু শরীয়তই (সংরক্ষিত অবস্থায়) বিদ্যমান নাই, সেহেতু তাহাদের জন্য চন্দ্রের প্রকাশ লাভ সম্ভব নয়। তেমনি ভাবে চন্দ্র পূর্ণাকারে সূর্যের সম্মুখে আসিলেই পূর্ণাতাবে উহার আলো বিকিরণ করিতে সক্ষম হয়; সেজন্য বলা হইয়াছে যে, আমরা চন্দ্রকে সেই অবস্থায় দলীল স্বরূপ পেশ করিতেছি, যখন উহা (পশ্চাদানুসরণ করিয়া) পূর্ণরূপে সূর্যের মোখামুখী হয়, অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়। এখানে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, জগতের সংস্কার বা সংশোধন "নফ্‌সে কামেল" (পূর্ণাত্মা) অর্থাৎ সূর্য, অথবা পূর্ণ দর্পন বা প্রতিফলক অর্থাৎ চোদ্দ তারিখের (পূর্ণিমার) চাঁদ ব্যতীত কেহ হইতে পারে না। অর্থাৎ হয়ত এমন ব্যক্তি হইতে হইবে, যে শরীয়ত আনে, নয়ত এমন ব্যক্তি হইতে হইবে, যে শরীয়তবাহী নবীর জোঃতিকে দুনিয়াতে বিস্তারদানকারী হয়।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা এবং বিবাহ সম্পর্কে পিতামাতার দায়িত্ব

হযরত রসুল করীম(সাঃ) বলিয়াছেন :—"যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভ করে, তাহার কর্তব্য, সন্তানের উত্তম নাম রাখা এবং তাহাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার বিবাহ দিবে। যদি সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং পিতা তাহার বিবাহ না দেয় এবং সে পাপে লিপ্ত হয় (তাহা হইলে) তাহার কৃতপাপ তাহার পিতার উপর বর্তিবে"। (মেশকাত)

হযরত রসুল (সাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : "তওরাতে লিখিত আছে—যাহার কন্যা ১২ বৎসর বয়স্কা হয় এবং যে (পিতা) তাহার কন্যার বিবাহ না দেয় এবং সে (কন্যা) পাপকার্যে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পাপ তাহার পিতার উপর বর্তিবে। (মেশকাত)।

উপরোক্ত দুইটি হাদিস হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের যথাসময়ে বিবাহ না দেওয়ার ফলে তাহারা যৌন সংক্রান্ত অপরাধ বা তৎসম্বন্ধে জামাতের নিয়ম-ভঙ্গ জনিত অপরাধ করিলে, তাহাদের অপরাধের জন্য তাহাদের পিতাগণ দায়ী হইবে। যদি পিতা-মাতা বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে সেজন্য তাহাদের অভিভাবক দায়ী হইবে। সুতরাং জামাতের বন্ধুগণ তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের যথা সময়ে বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে সচেতন হউন। ছেলেমেয়েদের বিবাহ বিলম্বিত করার কারণে তাহাদের দ্বারা এ সম্পর্কে সকল প্রকার অনাচার ও অনিয়মের জন্য উপরোক্ত হাদিস মূলে আল্লাহ্‌তায়ালা এবং জামাতের নিকট তাহাদের পিতা-মাতা দায়ী থাকিবেন। বাল্যকাল হইতে তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষা দেওয়া এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে যথাসময়ে যথাযোগ্য স্থানে বিবাহ দেওয়া পিতা-মাতার পবিত্র দায়িত্ব। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

"কোন পিতা তাহার পুত্রকে সুনীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন দানে ভূষিত করিতে পারে না।" (তিরমিযি)।

সুতরাং পিতা-মাতার স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা ও ত্রুটির জন্য ছেলে-মেয়েদের বিপথগামিতার অপরাধের দায় হইতে তাহাদের অব্যাহতি নাই। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে আর এক হাদিস হইতে পিতা-মাতার দায়িত্ব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

"প্রত্যেক সন্তান (ইসলামের) প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করে, পরে তাহার পিতা-মাতা তাহাকে

ইহুদী বা খ্রীষ্টান বা মজুষী বানায়; যেমন এক জন্তু তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে।" (বুখারী)।

এই হাদিস সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতেছে যে, পিতা-মাতা প্রত্যেক সন্তানের ভবিষ্যৎ ধর্মাধর্মের জন্য দায়ী। তাহারা যেভাবে সন্তানকে গড়িয়া তুলিবে, সন্তান সেই ভাবেই গড়িয়া উঠিবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতা তাহাদের সন্তানগণের পার্থিব শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অতীব মনোযোগী হয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে উদাসীন থাকে। তাহাদের কেহ কেহ ভ্রান্ত উদারতা দেখাইয়া এ কথাও বলিয়া থাকে যে, ছেলে বড় হইলে নিজে ধর্ম বুঝিয়া পালন করিবে। ইহা করিতে যাইয়া যে, সে ছেলেমেয়েকে শয়তানের শিকার হইবার জন্য আজাদী দিয়াছে তাহা চিন্তা করে না। ছেলেমেয়েও স্বাধীনতা পাইয়া ধর্ম ছাড়িয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম-বিরোধী চিন্তায় ও কর্মে দিনে দিনে সুপক্ক হইয়া উঠিতে থাকে। ফলে উত্তরকালে যখন বড় হইয়া ছেলেমেয়েরা অবাধ্য ও অনাচারী হয়, তখন পিতামাতারা নিজেদের দোষ ভুলিয়া ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে হা-হুতাশ করিতে ও তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে থাকে। কিন্তু সন্তানদের লালন-পালন বিষয়ে যদি তাহারা উক্ত হাদিস সদা স্মরণ রাখিয়া কাজ করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পরিতাপ করিতে হইবে না। পবিত্র কোরানে আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক গৃহস্বামীকে সাবধান করিয়াছেন—

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর।" (সুরা তহ্‌রীম—১ম রুকু)।

হাদিসেও এক সতর্কবাণী আছে—

"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমদের প্রত্যেককেই অধীনস্থগণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতে হইবে (যে, তোমরা কিরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছ)।"

"মাতার পদতলে স্বর্গ" সর্বজন বিদিত হাদিস। ইহার অর্থ এই যে, মায়ের সেবা ও তাহার অনুগমনে ইহকালে সুখ ও পরকালে স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত হয়। এই হাদিস পিতা-মাতার দায়িত্বকে বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহাদের অনুসরণ স্বর্গবাসী করিবে, তাহাদের নিজেদের আদর্শ স্বর্গীয় হওয়া চাই। হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) বলিয়াছেন—

"তোমরা স্বয়ং সৎ হও, যাহাতে তোমাদের সন্তানগণও সৎ হয়।"

অতএব পিতামাতার কর্তব্য, তাহারা যেন তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে সৎ, সাধু ও ধার্মিক করিয়া গড়িয়া তোলে এবং যথা সময়ে তাহাদিগের যথাযোগ্য স্থানে বিবাহ দেয়; নচেৎ তাহারা এই দুনিয়াতেও দুর্ভোগ ও অশান্তিতে ভুগিবে এবং পরকালেও আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাহাদিগের সন্তানগণের বিভ্রান্তির জন্য দায়ী হইবে। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ প্রণীত "বিবাহ ও জীবন" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত,

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

অমৃত বানী

শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের গুণ

অকল্যাণ পরিহার সংক্রান্ত নৈতিক গুণের তৃতীয় অবস্থাকে আরবীতে 'হুদনা ও হন' (هدنة وهون) বলে। "অর্থাৎ, অন্যের প্রতি জুলুম করিয়া দৈহিক কষ্ট না দেওয়া, নিরুপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সহিত জীবন যাপন করা।" সুতরাং কোন সন্দেহ নাই যে, শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক গুণ এবং মানবতার জন্য অত্যাবশ্যক। এই নৈতিক গুণের উপযোগী মানব শিশুর মধ্যে যে প্রকৃতিগত শক্তি থাকে, যাহা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া এই খুলক্, বা নৈতিক গুণে পরিণত হয়, উহা হইতেছে উলফত (الفت), অর্থাৎ, সুশীলতা। ইহা সুস্পষ্ট যে মানুষ শুধু স্বভাবজ অবস্থায়, যখন মানুষের বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার উন্মেষ হয় না, তখন শান্তি কি, সংগ্রাম কি কিছু বুঝিতে পারে না। সুতরাং, তখন তাহার মধ্যে মিলামিশার যে অভ্যাস পাওয়া যায়, উহাই শান্তিপ্রিয়তা অভ্যাসের এক শিকড়। কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিশেষ এখতিয়ারের দ্বারা পরিচালিত হয় না বলিয়া উহা খুলক বা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুত তখনই হইবে, যখন মানুষ এরাদা দ্বারা আপনাকে নিরুপদ্রব রূপে গড়িয়া তুলিয়া শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণকে সঠিক পরিবেশে ব্যবহার করিবে এবং অযৌক্তিক ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জল্লা শানুহু এই শিক্ষা দেন :—

و اصلحوا ذات بينكم (الانفال : ٢)
الصلح خير (النساء : ١٢٩) و ان جنحوا للسلم فاجنح
لها (الانفال : ٦٢) و عباد الرحمن الذين يمشون على
الارض هونا - (الفرقان : ٦٤)

اذا مروا باللغو مروا كراما ○ [الفرقان : ٢٤]
ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه
عداوة كانه ولى حميم ○ (حم سجدة : ٣٥)

অর্থাৎ, "পরস্পর সদ্ভাবের সহিত বাস করিবে। সদ্ভাবেই মঙ্গল নিহিত। অন্যেরা শান্তি স্থাপন করিতে চাহিলে, তোমরাও শান্তির জন্য অগ্রসর হইবে। খোদার নেক্ বান্দাগণ শান্তির সহিত পৃথিবীতে চলেন। যদি তাঁহারা কাহারও মুখে কোন বৃথা কথা শোনেন, যাহা সংঘাতের সূচনা করে এবং যুদ্ধের ভূমিকা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গাম্ভীর্যের সহিত উহাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া লড়াই আরম্ভ করেন না।" অর্থাৎ যে পর্যন্ত অধিক কষ্ট দেওয়া না হয়, হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হওয়াকে তাঁহারা ভালবাসেন না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের ইহাই নীতি। ছোট খাট বিষয়কে কোন গুরুত্ব দিবে না। ক্ষমা করিবে। এই আয়াতে লাগ্‌ব (لغو) শব্দ আছে। জানা আবশ্যক যে আরবীতে লগ্‌ব (لغو) সেইরূপ ক্রিয়াকলাপকে বলে, যেমন কোন ব্যক্তি দুষ্টামি করিয়া উস্কানীর কথা বলে বা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ কার্য করে, যদ্বারা কোন প্রকৃত ক্ষতি হয় না। সুতরাং শান্তি প্রিয়তার লক্ষণ এই যে, এই প্রকার বৃথা কষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা এবং গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। কিন্তু কষ্ট দান যদি শুধু লগব-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয় এবং তদ্বারা প্রকৃতই জান, মাল বা ইজ্জত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে শান্তি-প্রিয়তার নৈতিক গুণের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। বরং এই প্রকার অপরাধ ক্ষমা করিলে ইহাকে সেই নৈতিক গুণ বলা হইবে যহার নাম আফ্‌উ (عفو)। ইহা লইয়া ইন্‌শা-আল্লাহ্ পরে আলোচনা করা হইবে। অতঃপর বলা হইয়াছে: "দুষ্টামি করিয়া কেহ বাজে কথা বলিলে তোমরা তাহাকে সৎভাবে শান্তিপূর্ণ জবাব দিবে। তখন এই আচরণে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হইবে।" বস্তুতঃ শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখিতে অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার ক্ষেত্র শুধু ঐ পর্যায়ের অন্যায়, যদ্বারা প্রকৃতই কোন অনিষ্ট হয় না, এবং শত্রুর কেবল বৃথাই বাক্য ব্যয় হয়। (ইসলামী নীতি-দর্শন, পৃঃ ৫৩, ৫৪,)

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

মুমিন কখনও পরাভূত হইবে না

আল্লাহর ফজলে আমরা হক পথেই রহিয়াছি

—হযরত চৌধুরী মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান

লণ্ডন, ২১শে অক্টোবর: বি, পি, আই; পরিবেশিত এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক আদালতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান পাকিস্তানের দৈনিক 'নওয়ায়ে ওয়াক্ত' পত্রিকার এক বিশেষ প্রতিনিধির কাছে বলেন "মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কোনো পার্লামেন্ট কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ-তায়ালার।" তিনি বলেন, "আহমদীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার সিদ্ধান্তটি আমাদের জন্য নানাবিধ বিপদাবলীর সৃষ্টি করিবে।" কিন্তু তিনি বলেন, "মুমিন কখনও পরাভূত হইবে না। আল্লাহ্র ফজলে আমরা হক পথেই রহিয়াছি।" বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ কর্তৃক পাকিস্তানের আহ্মদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার উদ্দেশ্যে যে সংবিধানিক সংশোধনী বিল পাশ করা হইয়াছে, তারই প্রেক্ষিতে হযরত চৌধুরী সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল: "কোনো পার্লামেন্ট কোনো মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার। তাঁহার দৃষ্টিতে আমরা যদি মুসলমান হইয়া থাকি, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ আমাদেরকে অমুসলমান বলিলেও আমরা অমুসলমান হইব না। পক্ষান্তরে আমাদের হৃদয় যদি ইমান শূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া আমাদেরকে মুসলমান বলিয়া গন্য করিলেও আমরা মুসলমান হইয়া যাইব না।

"পাকিস্তান পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের জন্য বহুবিধ বিপদাবলীর সৃষ্টি হইবে সত্য, কিন্তু ইমানের পথে দুঃখ কষ্ট তো দৃঢ়তা বা ইস্তেকামাতের পরীক্ষা। যাঁহারা পশ্চাৎপদ হইবেন না, তাঁহাদেরকে সকল প্রকারের বিপদপাৎ হইতে আল্লাহ্তায়ালা পরিত্রান করিবেন। কেননা, আল্লাহ যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহার পরিবর্তন হইবে না।

"পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরাদি দৃষ্টে মনে হয় যে, আহমদীদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারণের ব্যবস্থা হইতেছে, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে। এইগুলি খোলাখুলীভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হইতেছে। কিন্তু ইহাতে মুমিন কখনও পরাভূত হইবে না। আল্লার ফজলে আমরা হক পথেই রহিয়াছি এবং তাঁহার দরবারে আমরা এই দোয়াই করিতেছি যে, তিনি যেন

আমাদের ইমানকে মজবুতি দান করেন, এবং যেন সকল অবস্থায়, সকল পরীক্ষায়, সকল প্রকারের দুঃখ-কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবার তৌফিক দান করেন। আর উহাদের প্রচেষ্টা তো কৃতকার্য হইবার নহে।

"যে জুলুম ও নির্যাতন শুরু হইয়াছিল উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে, তাহা আজিও থামিয়া যায় নাই। প্রধান মন্ত্রীর নিশ্চয়তা দান সম্পর্কে বলা যায় যে, এ ব্যাপ্যারে অদ্যাবধি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের বিরুদ্ধে বয়কটের উস্কানী ও প্রচারনার তীব্রতা এবং অত্যাচারের উদ্দেশ্যে গৃহীত পদ্ধতি সমূহের কঠোরতা এখনও বলগাহীনভাবে চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের ঘোষণাকৃত পদ্ধতি ও প্রোগ্রাম সমূহের অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে রাজনৈতিক নির্যাতনের উদ্দেশ্য।

"এই পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আমাদের ইমাম-এ-জামাত (আইঃ) এর। আমার ধারণা, আমাদের ইমাম (আইঃ) কি উপায়ে আমরা আইন ও সংবিধান প্রদত্ত নিরাপত্তা লাভ করিতে পারি, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বনের যৌক্তিকতা ও সাম্ভাব্যতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।

"আমি এ ব্যাপারে একমত নই যে, এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানে একটি গৃহযুদ্ধকে নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছে। সিদ্ধান্তটিকে আমি পাকিস্তানের শক্তির স্বপক্ষে কোনো সহায়ক বলিয়া মনে করি না। হইতে পারে ইহা পাকিস্তানের জন্য ধারণাতীত সংকটাবলীর পূর্ব লক্ষণ মাত্র। আমি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে পানি ঘোলা করিবার জন্য কখনই কোন বহির্শক্তির দ্বারস্ত হই নাই।

"আমি সরকার ও মানবাধিকার রক্ষার নিমিত্ত নিয়োজিত সংস্থা সমূহকে পরস্পর আলাদাভাবেই গন্য করি। যখন আমাদের সম্প্রদায়ের উপরে অনুষ্ঠিত বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের ও ধ্বংসলীলার ভূরি ভূরি খবর আসিয়া পৌঁছিতেছিল, তখন আমি হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, রেডক্রস, ও জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কেননা, পাকিস্তানে আহমদীদেরকে জানের ও মালের নিরাপত্তা লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। অনেকানেক শহরে প্রশাসন লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি বন্ধ করিতে শুধু ব্যর্থই হয় নাই, তাহারা এই সকল অত্যাচারের পার্শ্বে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছে। পাকিস্তান এই সকল সংস্থার সদস্য এবং সে তাহার প্রয়োজনের মুহূর্তে তাহাদের কাছে সাহায্য চাহিয়া থাকে। আহমদীদের জান ও মালের নিরাপত্তার জন্য যদি এই সকল সংস্থার সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা হইলে আমি এখনও উহাদের কাছে আবেদন করিতে ইতঃস্তত করিব না। এবং ইহা সম্পূর্ণ রূপেই ন্যায় সংগত।

(সৌজন্য : বাংলাদেশ টাইমস্ এবং বাংলাদেশ অবজারভার ২২শে ও ২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৪ইং)

অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

একটি জিজ্ঞাসার জবাব

—মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত চলতি রমজান সংখ্যার মাসিক "তাওহীদ" পত্রিকার সম্পাদকীয় (২) এর কলামের শেষ প্যারায় একটি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এই জিজ্ঞাসা গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের "দৈনিক পূর্বদেশ" পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত আমার একটি বিবৃতি সম্পর্কে। "আহমদী' পত্রিকার পাঠকদের অবগতির জন্য গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'আহমদী'তে উক্ত বিবৃতিটি প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই বিবৃতির বিরুদ্ধে গত ২রা আশ্বিন তারিখের 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় একটি চ্যালেঞ্জ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার জবাব গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'তাওহীদ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও নবী আসার সম্বন্ধে প্রমাণ চাওয়া হইয়াছে। চ্যালেঞ্জের জবাবের মধ্যে ইহার সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হইয়াছে।

আমার বিবৃতিতে বলা হইয়াছিল যে, দীন ইসলামকে সজীব ও সক্রীয় রাখার জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যুগে যুগে (১) মোজাদ্দেদ (ধর্ম-সংস্কারক) বা (২) নবী আগমন করিবেন।

যেহেতু কাহারও নিজস্ব দলীল তাহার নিকট অকাট্য ও অগ্রগন্য হইয়া থাকে, সেই জন্য চ্যালেঞ্জের জবাবের মধ্যে মোজাদ্দেদের আগমনের প্রমাণ স্বরূপ আমি জনাব চ্যালেঞ্জ দাতাকে পেশ করিয়াছিলাম। কারণ তাঁহার নামের শেষাংশ "মোজাদ্দেদী" প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি কোন মোজাদ্দেদের বংশধর অথবা অনুসারী।

এখন আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে নবীর আগমনের প্রমাণ "তাওহীদ" পত্রিকার নিজস্ব দলীল দ্বারাই দিব। ইহাতে তাহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর মানিবার জন্য সহজ হইবে। এই দলীলটি সম্পাদকীয় কলমের অব্যবহিত পরের প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধটির নাম "জীবনের আলো" এবং ইহা মওঃ মুফতী মোহাম্মদ শাফী সাহেব কতৃক লিখিত। তাঁহার লেখা হইতে মুসলমানদের মধ্যে নবীর আগমনের জরুরত ও ব্যবস্থাপনার কথা সাব্যস্ত হইয়াছে।

জনাব মুফতী সাহেব সুরা ফাতেহার

اهدنا الصراط.....

আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : "আমাদিগকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর।....তাহাদেরই পথে যাহাদের তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ।..... অন্য আয়াতে এই পুরস্কৃতদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—যাহাদিগকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত

করিয়াছেন অর্থাৎ আম্বিয়া (আঃ), সিদ্দিকীন (রাঃ), ধর্মীয় জেহাদে শাহাদৎ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং ছালেহীন তথা পূণ্যবান ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র দরবারে সমাদৃত। আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের এই চারিটি স্তর বা শ্রেণী বিভাগ। তন্মধ্যে হযরাত আম্বিয়া সর্বোত্তম।" "পূর্ণ সুরার সারমর্ম এই সিরাতুল মুস্তাকীমের দোয়া।"

অতঃপর জনাব মুফতী সাহেব লিখিয়াছেন, "মানুষের তালীম-তরবীয়ত শুধু কিতাব ও রেওয়ায়েত সমূহ দ্বারাই হয় না। ... শুধু পুঁথিগত শিক্ষা দ্বারা কেউ কাপড় বুনা শিখিতে পারে না, খানা পাকাইতে শিখে না, ডাক্তারী বই পড়িয়াই কেহ ডাক্তার হইতে পারে না এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর পুস্তক পড়িয়াই ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না। তেমনি শুধু কোরান হাদিস দ্বারাই মনুষ্য তরবীয়ত এবং তালেম হাসেল হয় না। ..... যদি কিতাবই যথেষ্ট হইত, তবে নবী রসুলের (দঃ) প্রেরিত হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকিত না।.....সিরাতুল মোস্তাকীম নির্দেশ করিতে যাইয়া আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের ফিরিস্তি দানই এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুধু কিতাব মোতালেয়া মনুষ্য তালীম-তরীয়তের জন্য যথেষ্ট নহে।.... উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দুইটি জিনিষ অপরিহার্য। এক—কিতাবুল্লাহ.....দুই—রিজালুল্লাহ।"

উপরে উদ্ধৃত জনাব মুফতী সাহেবের লিখা অতি সুস্পষ্ট। জনাব মুফতী সাহেব অকাট্য ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শুধু আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট নহে; শুধু কোরান হাদীসই যথেষ্ট নহে। রিজালুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহাপুরুষ অর্থাৎ নবীরও জরুরত রহিয়াছে। জনাব মুফতী সাহেব তাই জোরদার ভাষায় বলিয়াছেন, "সিরাতুল মোস্তাকীম নির্দেশ করিতে যাইয়া আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের ফিরিস্তি দানই এই কথার সাক্ষ্য যে শুধু কিতাব মোতালেয়া মনুষ্য তালীম তরবীয়তের জন্য যথেষ্ট নহে" বরং "রিজালুল্লাহও অপরিহার্য।"

জনাব মুফতী সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিরাতে মুস্তাকীম নির্দেশিত পুরস্কৃতগণের ফিরিস্তি কোরআন পাক হইতেই দিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন, নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও সালেহগণ। সুরা নেসার ৯ম রুকুতে যেখানে এই ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ এবং এই রসুল (হযরত মোহাম্মদ— সাঃ)-এর এতায়াত করিবে, তাহারা উক্ত চারি শ্রেণীর পুরস্কার লাভ করিবে। ইহা সর্বজন বিদিত যে উম্মতে মোহাম্মদীতে বহু সালেহ, শহীদ ও সিদ্দিক হইয়াছেন। নবী ব্যাপক গুমরাহী ও বহুল মতভেদের সময় প্রেরিত হন। তদনুযায়ী চলতি চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীতে আল্লাহতায়ালা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে নবীরূপে পাঠাইয়াছেন।

যখন সূরা জুমা নাযেল হয়, তখন হযরত আবু হুরেরা (রাঃ) উহার মধ্যে

واخرين منهم لما يلحقوا بهم

"এবং তাহাদের মধ্যে আরো একদল, যাহারা এখনও তাহাদের (সাহাবার) সহিত যোগদান করে নাই"—আয়াতাংশের ব্যাখ্যা চাহিলে হযরত রসুল করীম (সাঃ) তিনবার প্রশ্নের পর হযরত সালমান ফারসি (রাঃ)-এর স্কন্ধে হাত রাখিয়া উত্তর দেন لو كان الايمان معلقا بالثريا لنالة رجل من هؤلاء

অর্থাৎ, "যদি ঈমান সুরা ইয়া নক্ষত্রে চলিয়া যায় (অর্থাৎ দুনিয়া হইতে উঠিয়া যায়), তাহা হইলে তাহাদের (সালমান ফারসির জাতির) মধ্য হইতে রজুলুন অর্থাৎ একজন মানুষ বা (মহাপুরুষ) উহাকে (ঈমানকে) নমাইয়া আনিবে" (বুখারী ও মুসলেম)। আর এক হাদিসের মধ্যে রেজালুন (একাধিক ব্যক্তি) শব্দও আছে। বলা বাহুল্য যে দুনিয়া হইতে লুপ্ত ঈমানকে ফিরাইয়া আনিবার কাজ নবী ছাড়া আর কেহ সম্পাদন করিতে পারে না। উক্ত হাদিসের মর্ম হইল এই যে, যখন দুনিয়া হইতে ঈমান লুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন হযরত সালমান (রাঃ)-এর জাতির মধ্য হইতে এক মহাপুরুষ সেই ঈমানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। অপরাপর হাদিস ও বুজুর্গানে দীন উক্ত মহাপুরুষের আগমনের সময় চতুর্দশ শতাব্দী নির্ধারিত করিয়াছেন এবং ঈমানকে ফিরাইয়া আনার কাজ হযরত মসিহ্ মাহদীর দ্বারা সম্পাদিত হইবে বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। হাদিসে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর কার্য সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, يحي الدين و يقيم الشريعة "তিনি দীনকে জিন্দা করিবেন এবং শরীয়তকে কায়েম করিবেন।" বস্তুতঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পারস্য বংশীয় ছিলেন। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আগমন করিয়াছেন। তিনি দীনকে জিন্দা করিয়াছেন এবং বিশ্ব বিস্তৃত এক সক্রিয় জামাত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে শরীয়তকে কায়েম করিয়াছেন। তিনি এক আল্লাহতায়ালার জামাত অর্থাৎ রেজালুল্লাহ্‌র জামাত সৃষ্টি করিয়াছেন।

জনাব মুফতী সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে এক হাদিসের উল্লেখ করিয়াছেন "পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় আমার উম্মতও সত্তর ফিরকায় বা উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং তন্মধ্যে শুধু এক জামাতই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এতদশ্রবনে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করিলেন, সেই জামাত কোনটি? তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) যে জওয়াব এরশাদ করিয়াছেন, তাহাতেও কতিপয় রেজালুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পুরুষ তথা মনীষীরই নাম করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে আমি ও আমার সাহাবাগণ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছি।"

তিরমিজির হাদিসে মুসলমানগণ ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হইবে এবং একটি ব্যতীত সবগুলি অগ্নিতে থাকিবে বলা হইয়াছে।

হাদিসে বর্ণিত সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে কোরআন হাদিস থাকা সত্বেও যখন এত উপদল হইয়া যায় এবং কোন্দল বাঁধে তখন তাহার প্রতিকার কি? এমনি সময়েই রেজালুল্লাহ্‌র প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যখন বহুল পরিমাণে এখতেলাফ দেখা যায়, তখন তিনি মীমাংসার জন্য নবী পাঠান। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর উপাধি সেই জন্য হাদিসে হাকামান আদলান অর্থাৎ ন্যায় বিচারক মীমাংসা কারী দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ। এই আল্লাহর মানুষ পবিত্র কোরান, সুন্নত ও হাদিসের সামঞ্জস্যে সকল মতভেদের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার জামাত হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবার পথে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

জনাব মুফতী সাহেব কতৃক উল্লিখিত হাদিস প্রত্যেক মুসলমানকে বিচলিত করিবে। কারণ একটি ব্যতীত সবগুলি ফেরকা নাহকে বা অগ্নিতে থাকার কথা। কেবল একটি জামাত হকের উপর এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবার পথে থাকার কথা। চিন্তাশীল গণের জন্য কি এখন কর্তব্য নহে যে সেই হক্কানী জামাত কোনটি তাহার সন্ধান করা?

উম্মতে মোহাম্মদী হওয়ার দাবীদার ও ইসলামী আমলে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতকে পাকিস্তানে যেখানকার বাকি সকল মুসলমান ফেরকা মিলিত হইয়া রাষ্ট্র পর্যায়ে অমুসলমান ঘোষণা করিলে পাকিস্তানের মুসলমানগণ উপরিল্লিখিত হাদিসের আয়নায় কি নিজদিগকে মিলিত ভাবে একক হক্কানী ফেরকাহ্‌রূপে দেখিতে পাইবে? কোন এক মুসলমান জামাতের উপর অমুসলমান হওয়ার ফত্‌ওয়া ঘোষণার দ্বারা বাকী সব ফেরকার প্রত্যেকটির হক্কানী হওয়ার পন্থা বা দলীল উক্ত হাদিসে বা অন্য কোন হাদিসে নাই। পাকিস্তানে মুসলমানগণ আহমদীয়া জামাতকে অমুসলমান ঘোষণা করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। ফলেন: পরিচিয়তে:। আমরা আহমদীগণ গত ৯০ বৎসর হইতে মুসলমান আছি এবং চিরকাল মুসলমান থাকিব এবং সারা বিশ্বকে মুসলমান করিব। ইনশাল্লাহ। কিন্তু পাকিস্তানের সকল মুসলমান ফেরকা মিলিত ভাবে হক্কানী হইয়া গেলে উক্ত হাদিসের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? সেখানে বাকি ৭২ ফেরকাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহা গভীর ভাবে চিন্তা করিবার বিষয়।

জনাব মুফতী সাহেব রিজালুল্লাহ্ সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন, "উপদলীয় কোন্দলের প্রধানত কারণ এই যে, কিছু সংখ্যক লোক শুধু কেতাবুল্লাহকে গ্রহণ করতঃ রিজালুল্লাহ্ হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ রহিয়াছেন এবং তাহাদের ব্যাখ্যা ও শিক্ষার প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদানে বিরত রহিয়াছেন।" ইসলাম যুক্তি ও শান্তির ধর্ম। ইহার মধ্যে কোন্দলের কোন অবকাশ নাই এবং ইহার শিক্ষায় জবরদস্তির কোন স্থান নাই। ধর্ম বিষয়ের আলাপ আলোচনা বুরহান অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা করার নির্দেশই

কোরআনে আছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) রহমতুল্লিল আলামীন হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুসরণে প্রত্যেকটি মুসলমান বিশেষ করিয়া আলেম শক্তির প্রতিমূর্তি হইবেন। তদনুযায়ী বন্ধুগণ যদি নিরপেক্ষ ও শান্ত সুন্দর মন লইয়া হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রদত্ত কোরআন পাকের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা এবং তাঁহার আমলের প্রতি এবং তাঁহার জামাতের কার্য ধারার প্রতি গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে সত্য নিরূপন করা অত্যন্ত সহজ হইবে।

বলা হইয়া থাকে যে মির্যা সাহেব (আঃ) বিশ্বের ৭৫ কোটী মুসলমানকে কাফের বলিয়াছেন। কথাটা ঠিক নহে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কেহ কোন মুসলমানকে কাফের বলিলে, সে স্বয়ং কাফের হইয়া যায়। হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) যখন আল্লাহর আদেশে মসিলে ঈসা হইবার দাবী করেন, তখন দুইশত উলেমা স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার উপর কুফরের ফতওয়া দেন। তাঁহাকে কাফের, দাজ্জাল ইত্যাদি বহু কটু আখ্যাও দেন। তখন তিনি জানান যে তিনি ষোল আনা কুরআন ও হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার শিক্ষায় বিশ্বাসী ও আমলে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি মুসলমান। এমতাবস্থায় উক্ত হাদীসের হাওয়ালা দিয়া উলেমার ফতওয়ার কি ফল দাঁড়ায়, তাহাই তিনি জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, যাহারা এই সকল উলেমা হইতে পৃথক হইবার এলান করিবে, তাহারা উক্ত হাদীসের আঘাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু এরূপ এলান কেহ করে নাই; হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বা তাঁহার খলিফাগণ উলেমার কুফরের ফতওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত হাদিসের ফল জানাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আগে বাড়িয়া কিছু বলেন নাই। কিন্তু একথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বা তাঁহার খলিফাগণ ইহা সত্বেও মুনলমানগণকে কোথাও কাফেব বলিয়া ডাকেন নাই। হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ৮৮ খানা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুস্তকে, এমন কি তাহার শেষ লেখা "পয়গামে সুলেহ" পুস্তকেও তিনি মুসলমানগণকে মুসলমান বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার খলিফাগণও এই নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। পাকিস্তানে ইদানিং যে আইন পাশ হইয়াছে ইহাই জ্বলন্ত ভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, কুফরের ফতওয়া কে দিতেছে? ঐ আইনে এই অভিযোগ নাই যে, মির্যা সাহেব (আঃ) মুসলমানগণের উপর ফতওয়া দিয়াছেন। তিনি আল্লার আদেশে প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী হইবার দাবী করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ।

আল্লাহতায়ালা তাঁহার সকল বান্দাকে সিরাতে মুস্তাকীম ও পুরস্কারের পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

প্রশ্নোত্তরে

১। প্রশ্ন :—আহমদীগণ অন্যান্য মুসলমানগণের সহিত সামাজিক সম্পর্ক রাখে না, যথা তাহাদের সহিত বিবাহ-শাদী করে না এবং তাহাদের পিছনে নামায পড়ে না। ইহা দ্বারা কি আহমদীগণ তিক্ততার সৃষ্টি করে নাই?

উত্তর :—আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ্‌র আদেশে প্রতিশ্রুত মসিহ মাহদী হইবার দাবী করার পর গয়ের আহমদী উলেমা তাঁহার বিরুদ্ধে কুফরের ফতওয়া দেন এবং আহমদীয়া জামাতের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছেদের, এমন কি মসজিদে তাহাদের নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ফলে আহমদীগণের উপর বহু অত্যাচার হয় এবং মুসলমান জনসাধারণ তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছেদ করার উদ্যোগ নেয়। ইহার পর আহমদীগণের জন্য পৃথক জামাত করা ছাড়া আর কি উপায় ছিল? ইহা বলা প্রয়োজন যে আহমদীগণ জামাত প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত পৃথক হয় নাই। অবস্থা চরমে উঠিলে তখন তাহারা পৃথক হইতে বাধ্য হয়। বর্তমানেও পাকিস্তানে সেখানকার আহমদীগণের বিরুদ্ধে যে আইন পাশ হইয়াছে উহা কি পুরাতনের নূতন আইনাগত পুনরাবৃত্তি নহে? এমতাবস্থায় আহমদীগণের বিরুদ্ধে সম্পর্ক বর্জন ও তিক্ততা সৃষ্টির অভিযোগ কি প্রকারে প্রযুক্ত হয়?

শিয়া, সুন্নী, ওহাবী, ইসমাইলী ইত্যাদি ফেরকার লোকেরাও নীতিগত ভাবে একে অপরের পিছনে নামায পড়ে না এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহ শাদী করে না। আশ্চর্য যে এজন্য কাহারও কোন তিক্ততার প্রশ্ন নাই?

২। প্রশ্ন :—মোসয়েলেমা কাযযাব মিথ্যা নবুওতের দাবী করিয়াছিল। সেই জন্য কি তাহাকে শরীয়তানুযায়ী হত্যা করা হয় নাই?

উত্তর :—নবুয়তের বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। আল্লাহতায়ালা যাহাকে নবীরূপে মনোনীত করেন, তাহার নিকট তিনি সরাসরি ওহী নাযেল করেন এবং তাহার বিষয়ে তিনি জনগণকে কোন সরাসরি সংবাদ দেন না। এমতাবস্থায় কেহ যে মিথ্যা দাবী করিয়াছে তাহা মানুষ কিভাবে জানিবে এবং সঠিক ভাবে না জানিয়া কি ভাবে তাহাকে হত্যা করিবে? সেই জন্য কোরআন বা হাদিসে মিথ্যা দাবীদার সম্বন্ধে জনগণের কোন কর্তব্য নির্ধারিত করেন নাই। পবিত্র কুরআনে সুরা হাক্কার শেষ রুকুতে আল্লাহ তায়ালা জানাইয়াছেন যে মিথ্যাদাবীদারকে ধ্বংস করার দায়ীত্ব তিনি নিজে লইয়াছেন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) যেখানে তাঁহার পর প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যা নবুওতের দাবীদার হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন সেখানে তিনি তাহাদিগকে হত্যা করার নির্দেশ দেন নাই। মুসায়েলেমা কাযযাব হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় দাবী করিয়াছিল, তিনি জানিতেন যে সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু তবু তিনি (সাঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফৎকালে মোসায়েলেমা প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে এবং তাহাকে দমনার্থে যে সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়, তাহাদের সহিত সংঘর্ষে মুসয়েলেমা নিহত হয়।

—মোহাম্মাদ

ধর্মহারা ব্যক্তিরাই ধর্মের নামে জুলুম চালায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

অন্য এক স্থানে আরও বিষদভাবে বলা হইয়াছে :

قل الله اعبد مخلصا لـه دينى

(سورة زمر ع ٢)

"হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম), ঘোষণা কর : "আমি আমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার এবাদত সমস্ত মন প্রাণ দিয়া করি। আমার সকল কিছু তাঁহারই হইয়া গিয়াছে এবং আমার ধর্ম শুধু তাঁহারই জন্য।"

فاعبدوا ماشئتم من دونه (سورة زمر)

"এবং তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহার ইচ্ছা তাহার উপাসনা করিয়া ফিরো। আমি পথ পাইয়া গিয়াছি।" (যুমর, রুকু ২)

কেমন চমৎকার শান্তি পূর্ণ শিক্ষা। ইহার পরও কি ধর্মের নামে কোন জুলুমের প্রশ্ন উঠিতে পারে? আরও শুনুন :

لكم دينكم ولى دين ٥

(লাকুম দ্বিনুকুম ওয়ালিয়াদ্বিন)

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"

বস্তুতঃ, ধর্মের নিশান-বরদারগণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে সর্বদা একমাত্র এই দাবীই করিয়া আসিয়াছেন এবং কার্যদ্বারা সর্বদা তাঁহারা এই দাবীকে সত্য সাব্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা ধর্ম মানে না তাহারাও চিরকাল সেই একই রব তুলিয়া আসিতেছে : "বল প্রয়োগ ও জুলুম দ্বারা ধর্ম পরিবর্তনের এই অশান্তি নিবারণ কর।" সর্বদা তাহারা এই একই প্রকার কর্ম-পন্থা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ জোর জুলুম ও নিগ্রহ দ্বারা তাহারা কার্যতঃ ধর্মকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

ইংলণ্ডে আমি নিজে ঐ সমস্ত জুলুম করিবার কোন কোন অস্ত্র দেখিয়াছি। লণ্ডনে Madame Toussand (মিস্ টুসো) নির্মিত একটি যাদু ঘর আছে। এই যাদুঘরে ফরাসী মহিলা মিস্ টুসো বিশ্বের প্রধান প্রধান সাধু পুরুষগণের প্রতিমূর্তি নির্মান করাইয়া উহাতে রাখিয়াছেন এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি-মূর্তিও স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিমূর্তিগুলি এমন সুন্দরভাবে নির্মিত যে, সম্পূর্ণ জীবিত মানুষের ন্যায় দেখায় এবং কোন কোন সময় প্রতিমূর্তির পরিবর্তে মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। বস্তুতঃ কোন কোন সময় এমনও ঘটিয়াছে যে, বিদেশী লোক কোন সিপাহীকে দাঁড়ান অবস্থায় দেখিয়া তাহার নিকট রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইহা জীবিত সিপাহী নহে বরং

ইহা সিপাহীর প্রতিমূর্তি। যাঁহারা অতিশয় মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্তিও সেখানে আছে এবং অতি জঘন্য রক্ত-পিপাসু, জালেম ও কুখ্যাত অপরাধীদেরও প্রতিমূর্তি সেখানে আছে। শুধু ইহাই নহে, ঐ কুখ্যাত জালেমদের অস্ত্র-শস্ত্রও সেখানে একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতিও সেখানে আছে, যেগুলি দ্বারা খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রধানগণ কোন কোন ব্যক্তিকে ধর্ম-চ্যুতির অপরাধে শাস্তি স্বরূপ কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেন অথবা ধর্ম-ত্যাগ অপরাধ স্বীকার করাইতে, ব্যবহার করিতেন, যেন ঐ সমস্ত অত্যাচার, নিপীড়ন ও কষ্ট ভোগের ফলে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা তাহাদের ধর্মত্যাগ অপরাধ স্বীকার করে। ঐ সকল যাতনা এত ভয়াবহ হইত যে, বিনা ব্যতিক্রমে মানুষ হয় তো সীমাতীত যন্ত্রনায় ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সেখানেই প্রাণদান করিত বা অপরাধ স্বীকার করাকেই শেষ উপায় মনে করিত। স্পেন বা ফ্রান্সের ইন-কুইজিশনের হস্তে অসহনীয় যন্ত্রণায় প্রাণদান অপেক্ষা জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন্ত নিক্ষিপ্ত হইয়া মরাকে ভাল মনে করিত। লণ্ডনের যাদুঘরে এই প্রকার যে সকল যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছে, উহাদের কোনু কোনটা পর্দা দিয়া ঢাকা এবং তথায় লিখিত আছে যে, 'স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা-গণ এগুলি দেখিবে না'। অর্থাৎ, যন্ত্রণা দেওয়ার ঐ উপায়গুলি এত সাংঘাতিক যে, কর্তৃপক্ষ মনে করেন' স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণের পক্ষে দেখা অসহনীয় এবং তাহাদের প্রকৃতির উপর ঐগুলির অতি গভীর বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।

আমি স্বচক্ষে ঐ যন্ত্রগুলি দেখিয়াছি এবং ভাবিয়া আকুল হইয়াছি যে, মানুষ খোদাতালার এক অপূর্ব সৃষ্টি; উন্নতি ও অবনতি, উভয়েরই শেষ পর্যায়ে সে পৌঁছিতে পারে। যখন তাহার গতি উর্ধ্বে ধাবিত হয় তখন সে নবুয়তের সোপানে পদ স্থাপন করে এবং স্বীয় প্রভু, স্রষ্টা ও মালিকের সহিত বাক্যালাপ করে। পক্ষান্তরে, অধঃপতনের সময় সে বিকৃত ধর্ম আলখাল্লাধারী যাজকের আকৃতিতে এক অভিশাপ স্বরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।

যীশুর প্রতি অত্যাচারের ছবির উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। ক্রুশের দারুন যন্ত্রণায় তিনি ভীষণ কষ্টে "ইলী, ইলী, লেমা সাবক্তানী" (ঈশ্বর আমার! ঈশ্বর আমার! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ) বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। তাঁহার জাতির মতে তিনি ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শুধু এই অপরাধে তাঁহাকে ক্রুশ যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছিল। অন্য দিকে রক্তপিপাসু আলখাল্লাধারী খ্রীষ্টান ধর্মের নেতাগণকে দেখিতে পাইলাম, তাহারা এই নিগৃহীত ব্যক্তির নামে অসহায় ব্যক্তিগণের উপর সেই ধর্ম-ত্যাগেরই অপরাধে এমন এমন অবর্ণনীয় নিপীড়ন করিয়াছিল যে, ক্রুশবিদ্ধ করার অত্যাচার ঐ সকল নির্যাতনের সম্মুখে অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে:

لا اكراه فى الدين ০

(লা-ইকরাহা ফিদ্‌দ্বীন)

"হে মানবকুল, আনন্দিত হও। ইসলাম অনন্তকালের জন্য এই শান্তির বাণী ঘোষণা করিতেছে। ধর্মের ব্যাপারে চিরতরে নিগ্রহকে দূর করিতেছে। لا اكراه فى الدين —ধর্মে কোন জোর জুলুম নাই। ধর্মের নামে দুঃখ দেওয়া অবৈধ।" قد تبين الرشد ইসলাম সমুজ্জল সূর্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দেখান পথ অতি সুস্পষ্ট। আমি ভাবিতেই লাগিলাম। এইরূপ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শান্তির বার্তার পরেও কি প্রকারে কোন মুসলমান মনে করিতে পারে যে, ইসলাম, ধর্মের নামে জোর-জুলুম শিক্ষা দেয়। তখন আমার দৃষ্টি এ যুগের উলামাদের উপর পড়িল। লজ্জায় আমার চোখ নত হইয়া গেল। আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। আজ, এ যুগেও এমন সব ধর্মনেতা আছেন, যাঁহারা সেই 'রহ্‌ম-তুল-লিল্‌ আলামীন'—যিনি আজীবন বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা দয়া ও প্রেম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; যিনি জীবনে স্বয়ং নির্ম্মম নির্যাতন ভোগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও যাতনা দেন নাই, তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার দাবী রাখা সত্বেও তাহাদিগের হৃদয় অত্যাচার-মুক্ত নহে, বরং তাহাদের হৃদয়ে ঈর্ষা, দ্বেষ ও রোষানল জ্বলিতেছে। ধর্মের নামে কঠোরতা ও নিগ্রহ করা তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে!

যে স্বর্গীয় বারিধারা হৃদয়ের আগুনকে নিভাইবার জন্য আসিয়াছিল, উহারই বরাত দিয়া অশিক্ষিত জন সাধারণের বক্ষে তাহারা হিংসা-দ্বেষ ও রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। তাহারা সেই শান্তিকর্তায় নামে, যিনি তাঁহার রক্তের কুরবানী দিয়া খুনখারাবির দেশ হইতে অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুবর্তিগণকে নিরাপরাধ ব্যক্তিগণের হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। যে আল-আমীনের গৃহ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল তাঁহারই প্রেমের দোহাই দিয়া তাহারা পৃথিবীকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিবার শিক্ষা দেয়। যিনি পরস্ত্রীর, এমন কি কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের স্ত্রীদেরও সতীত্ব রক্ষা করিতেন, যিনি সকল লজ্জাপরায়ণ অপেক্ষা অধিক লজ্জাপরায়ণ ছিলেন, যিনি নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্য আসিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই মূর্ত শ্লীলতার সুনামের বরাত দিয়া বহু বৎসরের বিবাহিতা স্ত্রীগণকে তাহদের স্বামীর জন্য হারাম করা হইতেছে। যে উপাসক শ্রেষ্ঠ অন্য ধর্মগুলির উপাসনালয়েরও হেফাজত করিয়াছিলেন, আজ উল্লিখিত ধর্মযাজকগণ তাঁহারই কলেমাপাঠকারী আবেদগণের এক সম্প্রদায়ের মস্‌জিদ উৎখাত করিবার ফতওয়া দিয়াছে এবং যে সকল অন্যায়, অনাচার ও অত্যাচার সেই পবিত্র নবী-প্রধান দূর করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, উহা সেই মজলুম, নিগৃহীত নবীর নামেই অবাধে করা হইতেছে! কোন

মুসলমান কি ভাবিতে পারে যে, আজ আমাদের প্রভু (তাঁহার উপর খোদার অশেষ কল্যাণ বর্ষিত হউক) আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলে তিনি তাঁহার উম্মতের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন ? না, না কখনও এরূপ মনে করিও না। ইহাতে সেই মূর্তীমান সৌন্দর্য ও কল্যাণের অবমাননা করা হয়। কোন মুসলমান ভ্রমেও কি কখনও মনে করিতে পারে যে, তিনি তাঁহার উম্মতের উলামাকে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া একে অন্যের সম্মানিত ব্যক্তিগণকে অবমাননা ও লাঞ্ছনা করিতে শিক্ষা দিবেন এবং উৎসাহ দিয়া বলিবেন "আরও অধিক গালী দাও, জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ দিয়া কুৎসা রটনা করিয়া এবং পর্দাশীলা পবিত্রা মহিলাগণের নাম উচ্চারণ করিয়া এমন জঘন্য কুবাচ্য প্রচার কর, যাহা লইয়া আলোচনা করিতে এক অধার্মিকও লজ্জানুভব করিবে।" কোন মুসলমান কি এই প্রকার ধারণা করিতে পারে যে, সেই শান্তির শাহজাদা তাঁহার উলামাকে এইরূপ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষণ দেওয়ার জন্য উৎসাহদান করিবেন, যাহার ফলে জনপদগুলির শান্তি লোপ পায় বা এরূপ অগ্নি সংযোগের আদেশ প্রদান করিবেন, যাহার ফলে অসহায় দুর্বল ব্যক্তিগণের গৃহ ও জিনিষ-পত্র অধিবাসীগণ সহ অগ্নিসাৎ হয় এবং তিনি বলিবেন যে, "নিবৃত্ত হইও না, মুরতাদগণের মস্‌জিদগুলি ভাঙ্গিয়া দাও। যাহাদের ইসলাম তোমাদের ইসলামের কোন অংশ বিশেষের সহিত মিলে না, তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারিদিগকেও হত্যা কর। কারণ ধর্মান্তর গ্রহণের আন্দোলন দূর করিবার ইহাই একমাত্র আধ্যাত্মিক উপায় !"

খোদার উদ্দেশ্যে আপনারা আপনাদের হৃদয় পরীক্ষা করুন এবং উত্তর দিন যে, কোন মুসলমান মুহূর্তের জন্যও কি এইরূপ ধারণা মনে স্থান দিতে পারে ? কখনও না। সেই খোদার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে এবং মক্কার পথগুলির প্রত্যেকটি ইট সাক্ষী, আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা যাহার উপর দিয়া নিপীড়িত গোলামদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ মৃত জীবজন্তুর ন্যায় হেঁচরান হইত, সেই বালুকা সাক্ষী এবং সূর্যতাপে উত্তপ্ত অগ্নীময় বৃহৎ প্রস্তর ফলকগুলি যাহা নিরীহ ব্যক্তিগণের বুকের উপর রাখা হইত, সেই প্রস্তরগুলি সাক্ষী যে, এই সকল জঘন্য ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি আদম-কুল-রবির আদর্শ নহে। ইহা সেই পবিত্র রসুলের রীতি নহে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, সেই খোদার কসম খাইয়া আমি বলিতেছি, তায়েফের প্রস্তর ও কঙ্করময় ভূমির প্রত্যেকটি প্রস্তর ও কঙ্কর সাক্ষী, যাহার উপর মানবকুল শিরোমণীর রক্ত পতিত হইয়াছিল, যে, আমার নির্যাতিত প্রভু কখনও ধর্মের নামে জোর জুলুম করিবার শিক্ষা দেন নাই, শ্লীলতার নামে শ্লীলতা হানির আদেশ দেন নাই, এবাদতের আড় লইয়া উপাসনালয় উৎখাত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন নাই। তবে কেন আমার চক্ষু লজ্জাবনত হইবে না ? কেন আমার প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিবে না ? সেই পবিত্র মহাপুরুষের সহিত সম্বন্ধের দাবী-দার এই প্রকার ধর্ম-যাজক আজিও আছে !

(ধর্মের নামে রক্তপাত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)

জামাতের বন্ধুগণের প্রতি

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর একটি তাজা নির্দেশ

পূর্ব নির্ধারিত তসবিহ ও তাহ্‌মীদ, দরূদ শরীফ এবং নির্দিষ্ট দোয়া সমূহ ব্যতীত নিম্ন লিখিত দোয়াটি অত্যন্ত দরদে-দেলের সহিত বেশী বেশী পাঠ করিবেন।

حسبنا الله و نعم الوكيل - نعم المولى و نعم النصير

(হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল উকিল, নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান নাসীর)

—"আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক, কত উত্তম বন্ধু ও অভিবাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

এতদ্ব্যতীত সুরা আল-শামস্ প্রত্যহ ফজর এবং এশার নামাজে দ্বিতীয় রাকা'তে পাঠ করিবেন।

শোক সংবাদ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, উথলী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম ডঃ আমীর হুসেন সাহেবের স্ত্রী মুসাম্মত নুরুন্নাহার বেগম সাহেবা বিগত ৮/১০/৭৪ তারিখে এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে.....সকল ভ্রাতা ভগ্নী তাঁহার রূহের মাগফেরাত মধ্যে দারাজাতের বুলন্দীর জন্য দোয়া করিবেন। তিনি মৃত্যুকালে এক ছেলে এবং দুই মেয়ে (যাহাদেরএকজন মৌঃ আঃ আজিজ সাহেব, সদর মুরুব্বীর স্ত্রী পাকিস্তানে রহিয়াছেন) পিছনে রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—
(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ")

(আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.